বাবার বাড়ি যাওয়া হলোনা সফেদার, পথেই হলেন লাশ

ভাস্তের বিয়ের জন্য বাবার বাড়ি যাচ্ছিলেন সফেদা খাতুন। তার আগেই পথেই হলো লাশ। বাবার বাড়ি যাওয়া হলোনা সফেদা খাতুনের(৫৫)।পথেই মোটরসাইকেল কেড়ে নিলে প্রাণ।

আজ রবিবার (১৪ আগষ্ট) সকালের দিকে গাংনী-হাটবোয়ালীয় সড়কের গোপালনগর বাজারের উপর চার রাস্তার মোড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় সফেদা খাতুনকে একটি মোটরসাইকেল চাপা দিলে মারাত্বক আহত হন তিনি। স্থানীয়রা আহত সফেদা খাতুনকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী ও সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে বেলা ২ টার দিকে মারা যান তিনি।

নিহত সফেদা খাতুন গোপালনগর গ্রামের আব্দুর রহমানের স্ত্রী।

গোপালনগর গ্রামের সাবেক ইউপি মেম্বর আযাদ পারিবারিব সূত্রের বরাত দিয়ে বলেন, সফেদা খাতুনের ভাস্তের বিয়ে। সকালের দিকে উঠে তড়িঘড়ি করেই তার বাবার বাড়ি মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনাডাঙ্গা গ্রামে যাচ্ছিলেন। নিহতের ছোট ছেলে সজিব হোসেন তাকে মোটরসাইকেলে করে গোপালনগর মোড়ে রেখে চলে যান। সফেদা খাতুন ভ্যানে চড়ার জন্য রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এসময় একটি মোটরাসাইকেল তাকে চাপা দিলে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে মারাত্বক আহত হন তিনি। এসময় মোটরসাইকেল চালকও আহত হন।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

হাসপাতালের রোগীদের প্রলোভন

দেখিয়ে ক্লিনিকে নিয়ে হয়রানী ও অর্থ লুটে নেয়

মেহেরপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাসপাতালে দালাল চক্রের ৪ সদস্য প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে অর্থদন্ড করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের আরডিসি হুমায়ন কবির।

আজ রবিবার (১৪ আগষ্ট) দুপুরের দিকে এ অভিযান পরিচালনা করেন তিনি।

এরা হলেন, মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার মজিবর রহমানের ছেলে শামসুল আলম (৪৫), হঠাৎপাড়া এলাকার রবিউল ইসলামের ছেলে উজ্জল হোসেন (২৩) সদর উপজেলার যাদবপুর গ্রামের সামসুল ইসলামের ছেলে রকিব উদ্দীন (২৭) ও একই গ্রামের আসারুল ইসলামের ছেলে জামাল উদ্দীন (২৩)।

এর আগে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল আলমের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের একটি টিম ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে দালান চক্রের এই ৪ সদস্যকে আটক করেন।

আটক দালাল চক্রের এই ৪ সদস্যকে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও মেহেরপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হুমায়ুন কবিরের আদালতে নিলে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর ৭(১) ধারায় তাদের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে অর্থদন্ড করা হয়।

ডিবি’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম বলেন, দন্ডিত দালাল চক্রের এই চারজন বিভিন্ন ক্লিনিকে দালাল হিসেবে কর্মরত। তারা মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে আসা রোগীদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ক্লিনিকে নিয়ে যায়। এছাড়া বিভিন্ন ভাবে রোগীদের ফাঁন্দে ফেলে হয়রানী ও অর্থ লুটে নেয়।

ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারকের কাছে দালাল চক্রের এই সদস্যরা মানুষকে হয়রানী করার দোষ স্বীকার করায় ভ্রাময়মান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাদের প্রত্যেককে ১০০০ টাকা করে জরিমানা

করেন।

গাংনীতে মাদক সেবনের দায়ে যুবকের এক মাসের কারাদন্ড

গাংনীতে মাদক সেবনের দায়ে আলামিন হোসেন ওরফে (২০) কে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫শ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শনিবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে আদালত পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

দন্ডিত আলামিন হোসেন গাংনী পৌরসভা এলাকার চৌগাছি ডিগ্রী কলেজপড়া এলাকার সিনারিল ইসলামের ছেলে।

এর আগে গাংনী থানার এসআই আতিকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ ক্যাম্পাসে অভিযান চালিয়ে মাদক সেবনকালিন সময় তাকে আটক করেন পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মৌসুমী খানম বলেন, ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রনে ৩৬ (১) এর ন্বারণী এর ২১ ধারা, মোতাবেক আলামিন ১ মাসের কারাদন্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

দন্ডিত জনিকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর শহরে ৪ যুবক গ্রেফতার । চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার

উদ্ধার

মেহেরপুর সদর ফাঁড়ি পুলিশের অভিযানে চুরির অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ৪ যুবক গ্রেফতার ও চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে।
আটকরা হলো, মেহেরপুর শহরের তাহের ক্লিনিক রোড নতুন শেখপাড়া এলাকার মহিনুল আলমের ছেলেরোকনুজ্জামান রোকন, মেহেরপুর শহরের ৭নং ওয়ার্ড মল্লিকপাড়া এলাকার মৃত ইকবাল খানের ছেলে আকাশ আহম্মেদ খান, গোরস্থান পাড়া এলাকার আমিরুল ইসলামের ছেলে আসাদুজ্জামান ও গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের মোহাম্মদ আলী হোসেনের ছেলে রুবেল হোসেন।
এদের স্বীকারোক্তিতে চুরি যাওয়া ১জোড়া স্বর্ণের বালা, ১ জোড়া স্বর্ণের দুল, ১টি মোবাইল ফোন, নগদ ১৩০০ টাকা এবং চুরির কাজে ব্যবহৃত লোহার শাবল উদ্ধার করে হয়েছে।
শুক্রবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে শহর ফাঁড়ি পুলিশের এসআই সোহরাব হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই চারজনকে আটক করেন।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ বলেন, সম্প্রতি শহরের বিভিন্ন এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটে। এসব চুরির ঘটনায় তাদেরকে শনাক্ত করে পুলিশ নিশ্চিত হয়েই অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তাদের স্বীকারোক্তিতে চুরি যাওয়া বিভিন্ন মালামাল উদ্ধার করা হয়। আটক এই চার জনের বিরুদ্ধে শহরের বিভিন্ন এলাকায় পূর্বের একাধিক চুরির অপরাধে মামলা আদালতে চলমান ।

গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে

মেহেরপুরে পঁচা গরুর মাংসসহ

একজন গ্রেফতার

মেহেরপুরে পঁচা গরুর মাংসসহ শুকুর আলীর নামের এক মাংস ব্যবসায়ীকে হাতেনাতে গ্রেফতার বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত।

পরে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুর বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ্ এ আদেশ প্রদান করেন।

দণ্ডিত শুকুর আলী মেহেরপুর শহরের চক্র পাড়ার মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে।

আজ শনিবার (১৩ আগস্ট) মেহেরপুরের বড় বাজার হতে একজন মাংস ব্যবসায়ীকে পঁচা মাংসসহ গ্রেফতার করা হয়েছে।

তার বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে নিরাপদ খাদ্য আইনে মামলা করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সদর উপজেলা স্যানিটারি পরিদর্শক তরিকুল ইসলাম মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, বড় বাজারে শুকুর আলী নামের এক মাংস ব্যবসায়ী পঁচা গরুর মাংস বিক্রি করছেন জানতে পেরে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত সেখানে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় সেখান থেকে ৫কেজি পঁচা মাংসসহ তাকে গ্রেফতার করে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের বিচারক সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ্ স্যারের আদালতে হাজির করা হলে তাকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

গাংনীর ছেলে সৌদি আরবে সড়ক

দুর্ঘটনায় নিহত

জুম্মার নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় দ্রুত গতির মাইক্রোবাসের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন সৌদি প্রবাসী গাংনী উপজেলার বেতবাড়ীয়া গ্রামের আবুল কালাম আজাদ (৪০)।

আবুল কালাম আজাদ বেতবাড়ীয়া গ্রামের ঘাটপাড়া এলাকার মোঃ আলেক হোসেনের ছেলে।

নিহতের ছোট ভাই রিপন ওরফে রিপোর্ট বলেন, শুক্রবার (১২ আগষ্ট) আবুল কালাম আজাদ (৪০) জুম্মা নামাজ পড়ার জন্য স্থানীয় একটি মসজিদে যাচ্ছিলেন।

রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী প্রাইভেট তাকে দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। তার লাশ বর্তমানে সৌদি হাসপাতালে হিম ঘরে রাখা আছে।

তিনি আরো জানান, সৌদিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসকে জানানো হয়েছে। সৌদি আইন অনুযায়ী লাশ দেশে পাঠানো হবে বলে আমাদের জানিয়েছেন দূতাবাস।

আজাদ এক সপ্তাহ হলো সহড়াতলা গ্রামের আকবার হোসেনের মেয়ের সাথে মোবাইলের মাধ্যমে বিবাহ করেছেন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য সাইদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আবুল কালাম আযাদের মৃত্যুতে তার পরিবারে চলছে শোকের মাতম।

গাংনীতে বিএনপি – ছাত্রলীগ হামলা পাল্টা হামলায় শহর

রণক্ষেত্র

গাংনী উপজেলা বিএনপি ও ছাত্রলীগের মধ্যে হামলা পাল্টা হামলার ঘটনায় উপজেলা শহর এখন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।
বিএনপির অফিসে ব্যাপক ভাংচুর। পুলিশ মোতায়েন।

বেলা ১২ টার দিকে উপজেলা ও পৌর বিএনপি অফিসে বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বৈঠক চলছিল। এসময় ছাত্রলীগের একটি মিছিল গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজ থেকে শুরু হয়ে এসে বিএনপি অফিসে হামলা চালায়।

এসময় বিএনপি অফিস থেকে এ হামলার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দেশীয় তৈরী অস্ত্র ও লাঠি শোঠা নিয়ে ছাত্রলীগের উপর প্রতিরোধ করে। এসময় ছাত্রলীগের নেতা কর্র্মীরা দিকবিদিক ছুটে পালিয়ে যায়।

এসময় গাংনী থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বিরাট ইউনিট উপজেলা শহরে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেন। পরে ছাত্রলীগগের নেতা কর্মীরা আবারো জড় হয়ে এসে বিএনপি অফিসে ব্যাপক হামলা চালায়। বিএনপির অফিসের সাইনবোর্ড ছিড়ে ফেলে। পরে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। বর্তমানে গাংনী উপজেলা শহর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

বিস্তারিত আসছে—-

প্রতারক কামরুজ্জামানের থেকে জমি ফেরত পেলেন দুই প্রতিবেশী, একজন অপেক্ষায়

সেই প্রতারক কামরুজ্জামানের কাছে থেকে জমি ফেরৎ পেলেন দুই প্রতিবেশী। অধিক তদন্তের জন্য অপর একজনকে অপেক্ষায় রাখা হয়েছে।

আগামী ২১ আগস্ট তার শুনানী হবে।

বৃহস্পতিবার গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম দুই পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী শেষে এ আদেশ দেন।

এসময় তিনি মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করে অভিযোগকারী তেরাইল গ্রামের কালুর স্ত্রী রোজিফা খাতুন, রবকুল শাহ্ এর স্ত্রী মারজিয়া খাতুনের জমির খারিজ তাদের বুঝিয়ে দেন।

তবে বানুয়ারা খাতুন ও আব্দুল মান্নানের জন্য আগামী ২১ আগস্ট পরবর্তী শূনানীর দিন ধার্য করেন।

শুনানী থেকে জানা গেছে, গাংনী উপজেলাধীন ৪১নং তেরাইল মৌজার ১নং খতিয়ান ভুক্ত ৪৪৫১দাগের খাস ১০শতক এর মধ্যে ০৪শতক জমি বানুয়ারা ও মান্নান কে বন্ধোবস্থ কেস নং ১৪২/১২/২০০৪-০৫ ও উপজেলা বন্দোবস্ত কেস নং◌ঃ৫০/১২/২০০৪-০৫ ভূমিহীন হিসাবে ৮৫৮৩নং দলিল মুলে বন্দোবস্ত দেয় সরকার। গত ১৬/০৩/০৬ ইং তারিখে ৯১/পি-২/২০০৫-০৬ নাম জারি করে বসবাস করে আসছে বানুয়ারা।

কিন্তুু প্রতারক মীর কামরুজ্জামান লেলিনসহ তার পরিবারের লোকজন ১৫৩/২০০৫নং মামলা করে মেহেরপুর সহকারী জজ আদালতে এবং আদালত বানুয়ারার পক্ষে রায়ও প্রদান করেন। কিন্তু রায়ের বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে আপিল করে কামরুজ্জামান, যা বিচারাধীন রয়েছে। এ অবস্থায় মীর কামরুজ্জামান লেলিন ভূয়া জমির কাগজ সৃষ্টি করে ২০১৪ সালে নাম জারি করেন। যার নং ২৯/৯-পি-০১/২০১৪-১৫।

২০০৪ সালে ভুয়া ভূমিহীন দেখিয়ে ১নম্বর খতিয়ানের ৪৪৫১ দাগের খাস ১০ শতক জমি সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেন মীর কামরুজ্জামান লেলিনের বাবা মীর লুৎফুর রহমান পরবর্তী ২০০৫ সালে সরকার সে বন্দোবস্ত বাতিল করে দেন।

তাই খারিজ জালিয়াতির ক্ষেত্রে আশ্রয় নেন এই সব প্রতারণার ১৯৯৫ সালের কামরুজ্জামানের বাবা লুৎফর রহমানের ভুয়া খারিজের কপি যার নম্বর ৯৭৩ /১পি-১ম/১৯৯৫-১৯৯৬ হোল্ডিং নম্বর ২৫৮৭ দাগ ৪৪৫১ দেখিয়ে ২০১৪ সালে নিজ নামে খারিজ করেন কামরুজ্জামান লেলিন।

তবে, ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং উপজেলা ভূমি অফিসের ঐ ২৫৮৭ হোল্ডিং এ দেখা যায় ওই নামজারিটি মুশফিকুর রহমান, পিতার রুহুল আমিন, সাং: বাদিয়াপাড়া, গাংনী, মেহেরপুর নাম আছে। ঐ নামের স্থলে মীর

কামরুজ্জামান তার বাবার নাম মীর মীর লুৎফর রহমান জালিয়াতি করে বসিয়ে দেন।

মীর কামরুজ্জামান লেনিন

এছাড়া কামরুজ্জামানের তার বাবা মৃত মীর লুৎফর রহমান খারিজ টি অন্য আরেক জনের খারিজ দেখিয়ে করেছে যার নাম ছলিম উদ্দিন শেখ পিতা: পালান শেখ স্ং◌া নিজ, খতিয়ান ১০১১ দাগ ৪৪৫১।

ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও উপজেলা ভূমি অফিসের ভলিউমের ১০১১ খতিয়ানে গেলে দেখা যায় ছলিম উদ্দিন শেখ পিতা পালান শেখ তার দাগ নম্বর ২৬৯৬ এখানেও দাগ নম্বর ২৬৯৬ এর জায়গায় জালিয়াতি করে ৪৪৫১ বসিয়ে দেওয়া হয়।

গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম জানান, তিন জন ভুক্তভোগীর লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার দু’পক্ষের কাগজপত্র যাচাই বাছাই করা হয়। এসময় রুজিফা খাতুন ও মারজিয়া খাতুনের ৪৪৪৮ ও ৪৪৪৯ দাগের ২টি জমির খারিজ বহাল রেখে মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করা হলো।

এবং বানুয়ারা খাতুনের ৪৪৫১ দাগের জমিটি খারিজের ক্ষেত্রে বড় জালিয়াতি দেখা যাচ্ছে। আগামী ২১ তারিখ শুনানি শেষে এ জালিয়াতি সত্যতা পেলে মীর কামরুজ্জামান লেনিনের বিরুদ্ধে উপজেলা ভূমি অফিস আদালতে জালিয়াতি মামলা দায়ের করবে ।

উল্লেখ্য, এর আগে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় মীর কামরুজ্জামানের প্রতারণার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে মেহেরপুর আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ স্বপ্রণোদিত হয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং পিবিআই কে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেন। মামলাটি তদন্ত শেষ পর্যায়ে আছে। এর মধ্যেই ভুক্তভোগীরা মীর কামরুজ্জামানের কাছে থেকে কিছু জমি ফেরত পেলেন।

পড়ুন কামরুজ্জামানের প্রতারণার সেই সংবাদ মীর কামরুজ্জামান, প্রতারণায় ছুঁয়েছেন আসমান (ভিডিও সহ)

আরও পড়ুন মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ : মীর কামরুজ্জামানের

বিরুদ্ধে আদালতের মামলা (ভিডিও)

মুজিবনগরে চুরিকৃত ছাগল সহ ২ জন চোর আটক

মুজিবনগরে ছাগলসহ দুজন ছাগল চোরকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার মধ্যে রাতে ভবরপাড়া গ্রামের আকালি দফাদার ও একই গ্রামের প্রভাত মন্ডলের বাড়ি থেকে ছাগল চুরি করে দুপুরের দিকে বিক্রির উদ্যেশে নিয়ে যাবার সময় আনন্দবাস-বাগোয়ান তিন রাস্তার মোড়ে পাকড় গাছের কাছে থেকে তাদের আটক করে স্থানীয় জনতা।

পরে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যেয়ে ২টি ছাগলসহ চোর দুজনকে থানা হেফাজতে নিয়ে আসে। থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে চোর দুজন তাদের ছাগল চুরির সত্যতা স্বীকার করেন।

আটককৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর উত্তরপাড়ার আরজ আলীর ছেলে সুইট আলী (২৬) ও ভবরপাড়া গ্রামের মুজিবনগর কমপ্লেক্স গেট পাড়ার সাইদ শেখের ছেলে রুবেল শেখ (২২)। আটকের পর আকালি দফাদার বাদী হয়ে মুজিবনগর থানায় তাদের দুজনের নামে একটি মামলা দায়ের করেন।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল জানান, বৃহস্পতিবার দুপরে আনন্দবাসের কিছু জনগন দুজন চোরকে আটক করেছে এমন সংবাদ শুনে পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের থানা হেফাজতে নিয়ে আসে।

থানায় এসে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে ১ নং আসামী সুইট আলী চুরি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। এদিকে ছাগল মালিক আকালি দফাদার বাদী হয়ে তাদের নামে থানায় মামলা দায়ের করে।

মেহেরপুর পাসপোর্ট অফিসের নিয়ন্ত্রক পরিচ্ছন্নতাকর্মী বিপ্লব!

মেহেরপুরের আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস। যে অফিসের নিরাপত্তাকর্মী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী থেকে উপ-সহকারী পরিচালক সকলে ঘুষ ছাড়া যেন কিছুই বোঝেন না। নতুন পাসপোর্ট কিংবা নবায়ন, সকল পাসপোর্ট আবেদনকারীর থেকেই নেওয়া হয় ঘুষ। আর সব কিছুর মূল নিয়ন্ত্রক পরিচ্ছন্নতাকর্মী মো: বিপ্লব হোসেন। দীর্ঘ ৯ বছর মেহেরপুর পাসপোর্ট অফিস কর্মরত থাকায় সে মুকুটহীন বসে পরিণত হয়েছেন।

উপ-সহকারী পরিচালক জাকির হোসেনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগীতায় বিপ্লব হোসেন এ কাজগুলো করে থাকেন। এমনটিই বলেছেন পাসপোর্ট করতে আসা কয়েকজন সেবা গ্রহীতা।

গতকাল বুধবার ১০ (আগষ্ট) মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে মেহেরপুরে প্রতিদিনের একটি টিম দুই ঘন্টার অনুসন্ধানে এসব তথ্য উঠে এসেছে। তবে, উপ-সহ পরিচালক জাকির হোসেন সাংবাদিকদের এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নিজেই এডিসি’র মোবাইল ফোনে কল দিয়ে বলেন আমাকে এখনি এডিসির সাথে দেখা করতে যেতে বলছেন বলে তিনি অফিস থেকে চলে যান।

মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সূত্র জানায়, গত জুলাই মাসে ১৬১৮ টি ও চলতি আগষ্ট মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত ৮৪৭ টি পাসপোর্ট আবেদন করেছে। এসব আবেদনরে মধ্যে ৩০ শতাংশই পুরানো পাসপোর্ট নবায়নের আবেদন। সে হিসেবে ধারণা করা যায় প্রতি মাসে কোটি টাকার উপরে এখানে গ্রাহকদের কাছে ঘুষ নিয়ে ভাগবাটোয়ারা করা হয়।

সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের দুলু হোসেনে বলেন, আমার ছেলের পাসপোর্ট করতে দিয়েছি। সকালের দিকে বিপ্লব স্যারের কাছে আবেদন জমা দিয়েছি। আবারো কয়েকদিন পর আসতে হবে। তাই বিপ্লব স্যারের সাথে দেড় হাজার টাকায় চুক্তি হয়েছে। আজকেই ফিঙ্গার করে দেবে।

একই কথা জানালেন, আমঝুপি গ্রামের সোহান। তিনি বলেন, সকালের দিকে বিপ্লব স্যারকে যারা একটু টাকা বেশী দিয়েছেন তাদের সকাল সকাল ফিঙ্গার প্রিন্ট করে দিয়েছেন। আমি প্রথমে দিতে চাইনি। পরে এখানকার একজন দালাল বললেন বিপ্লব স্যারের সাথে চুক্তি না করলে ঘুরে ঘুরেও ফিঙ্গার প্রিন্ট হবেনা।

এদিকে আরেক ভুক্তভোগী গাংনী উপজেলার জিয়া। তিনি বলেন, সকালে আবেদন জমা দিতে এসেই অফিসের গেটের আনসার সদস্য বলেন, এক হাজার টাকা দিয়ে আবেদন জমা দিতে হবে। না হলে জীবনেও আপনি পাসপোর্ট পাবেন না।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, পরিচ্ছন্নতাকর্মী বিপ্লব হোসেনের ইশারা ছাড়া নড়ে না পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের আবেদনপত্রের ফাইল। বিপ্লব হোসনের “ওকে” থাকলেই আবেদন ফাইল উপ-সহপরিচালক জাকির হোসেন দ্রুত গতিতে স্বাক্ষর করেন। আর এজন্য প্রতি আবেদন ফাইলে নেওয়া হয় দেড় হাজার ১০ হাজার টাকা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। এমন অভিযোগ পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের। তারা বলেছেন, নতুন আবেদনকারীর কাছ থেকে দেড় হাজার থেকে শুরু করে ৪/৫ হাজার টাকা নেন। পুরানো পাসপোর্ট নবায়ন করতে এলে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা ও নাম ও বয়স সংশোধনী করতে এলে তাদের কাছ থেকে ৪০ থেকে ৮০ হাজ্রা টাকা অতিরিক্ত নিয়ে থাকেন বিপ্লব হোসেন।

তবে পরিচ্ছন্নকর্মী বিপ্লব হোসেন বলেছেন, এই টাকার ভাগ আমার একার নয়। ঢাকা অফিস পর্যন্ত দিতে হয় আমাকে। পরিচ্ছন্ন কর্মী বিপ্লব হোসেনের মাধ্যমে এভাবেই প্রতিদিন শত শত পাসপোর্ট আবেদন থেকে নেওয়া হচ্ছে লাখ লাখ টাকা। সব মিলিয়ে মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসটি এখন ঘুষ ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে।

পাসপোর্ট করতে আসা কয়েকজন আবেদনকারী জানান, যেসব আবেদনপত্রের ফাইলে বিপ্লব হোসেনের কোনো “ওকে” থাকে না সেসব ফাইল বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে ফেরত দেওয়া হয়। অন্যদিকে সব নিয়ম মেনে পাসপোর্ট আবেদন করেপাসপোর্ট প্রাপ্তির তারিখ অতিবাহিত হলেও পাসপোর্ট আবেদনকারীরা মাসের পর মাস ঘুরেওতাদের পাসপোর্ট পায়নি বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা।

এমনি এক ভূক্তভোগী মেহেরপুর সদর উপজেলার ময়মারিগ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে মিয়ারুল ইসলাম। তিনি জানান, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে পাসপোর্ট নবায়ন করতে দিয়েছি। প্রায় চার মাস আমাকে ঘুরাচ্ছেন।

তিনি বলেন, আমি ইজিবাইক চালক। মালয়েশিয়া কলিং খোলায় আমি পাসপোর্ট করতে আসি। এই অফিসে এসেই অফিসারের রুমে গেলে তিনি বিপ্লব স্যারের সাথে যোগাযোগ করতে বলেন। আমি বিপ্লব স্যারের সাথে যোগাযোগ করলে সে আমার আবেদনপত্রটি জমা করে নেন। কয়েকদিন পর খোঁজ নিলে সে বলে এটি ঠিক করতে ৪০ হাজার টাকা লাগবে। আপনার আবেদনে অনেক সমস্যা আছে। আমি তাকে টাকা দিতে চাইনি। সে আমাকে এত পরিমান ঘুরিয়েছে। এই অফিসে ঘুরতে ঘুরতে আমার পায়ের স্যান্ডেল ও জামা ছিড়েগেছে। কিন্তু আমাকে পাসপোর্টের কোনো তথ্য বিপ্লব স্যার এখনো দেইনি। এসময় মিয়ারুলকে বারবার থামানোর চেষ্টা করছিলেন উপ-সহকারী পরিচালক জাকির হোসেন।

আরেক ভূক্তভোগী গাংনী উপজেলার শিশিরপাড়া গ্রামের মোস্তাক হোসেন। তার কাছ থেকে ৮০ হাজার টাকা দাবী করে না পেয়ে তাকে শুধু ঘুরিয়েছেতা নয়। অবশেষে বলেছে বিপ্লব হোসেন বলেছেন, আমি পাসপোর্ট করে না দিলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও করে দিতে পারবেনা। চলতি বছরের ১১ এপ্রিল নাম ও জন্ম তারিখ সংশোধনী দিয়ে পাসপোর্ট নবায়ন করতে দেন মোস্তাক হোসেন।

মোস্তাক হোসেন বলেন, ওই সময় একটি দেশ থেকে আমার একটি ভিসা এসেছিল। আমি তাকে বলেছিলাম আমার ভিসা হয়ে গেছে। একটু জরুরী ভিত্তিত্বে করতে হলে কি করতে হবে, যদি পরামর্শ দিতেন। বিপ্লব আমার কাছে জানতে চান ভিসা লাগাতে কত দিয়েছেন। আমি সরলভাবে উত্তর দিয়েছিলাম, দেড় লাখ। একথা শুনে বিপ্লব স্যার আমাকে বলেন ওখানে দেড় লাখ টাকা দিয়েছেন। এই অফিসে ৮০ হাজার টাকা দিতে হবে। তার সেই দাবী পুরণ না করাই প্রায় ৪ মাস আমাকে ঘুরাচ্ছে বিপ্লব। আমি মেহেরপুর পুলিশ সুপারকে ও সাংবাদিক সম্মেলন করবো বলে জানালে সে ফোনে আমাকে সরাসরি হুমকীও দেই।

অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, বিপ্লব হোসেন পরিচ্ছন্ন কর্মী পদে এই পাসপোর্ট অফিসে ২৮/০৫/২০১৩ সালে যোগদান করেন। সে সর্বসাকুল্যে ১৬ হাজার টাকা বেতনে চাকুরী করলেও শহরের অভিজাত ভবনে ভাড়া নিয়ে বসবাস করে থাকেন। দীর্ঘদিন যাবৎ একই অফিসে চাকুরীর সুবাদে পুরো অফিসকেই জিম্মি করে ফেলেছেন তিনি। পাসপোর্ট অফিস সংলগ্ন ৪-৫ টি কম্পিউটার দোকান গড়ে উঠেছে এখানে। এসব কম্পিউটার দোকানকে কেন্দ্র করেও স্থানীয় দালাল ও কম্পিউটার মালিকদের নিয়ে একটি সিন্ডিকেট গড়ে তোলা হয়েছে। আর এই দালাল সিন্ডিকেটদের সঙ্গে পাসপোর্ট অফিসের সহকারী পরিচালকসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গোপন আঁতাত রয়েছে। দালাল সিন্ডিকেটের

মাধ্যমে সুকৌশলে আদায় করা হয় ঘুষ বাণিজ্যের টাকা। জেলা থেকে প্রতিদিন গড়ে একশ পাসপোর্ট আবেদন জমা হয় পাসপোর্ট অফিসে। এ আবেদনগুলি কম্পিউটারের দোকান থেকে অনলাইনে আবেদন করতে হয়। আবেদনের সময় দোকান মালিক ও দালালরা

আবেদনকারীদের কাছ থেকে ব্যাংকের নির্ধারিত ফি ছাড়াও অতিরিক্ত টাকা আদায় করেন। পাসপোর্ট অফিসের কর্মচারীরা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত আনসার সদস্যদের বিরুদ্ধে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের সঙ্গে খারাপ আচরণসহ নানাভাবে হয়রানি করারও অভিযোগ করেন তারা।

মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের আইনজীবী নারগিছ খাতুনও ছিলেন পাসপোর্ট অফিসে। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, গ্রাহকদের নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে এ অফিসে। পাসপোর্ট অফিস থেকে বিভিন্ন ভুল ধরে সংশোধন করতে এফিডেভিডের জন্যও পাঠানো হয়।

এসব অভিযোগ প্রসঙ্গে মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের উপ-সহকারী পরিচালক জাকির হোসেন বলেন, পরিচ্ছন্নতাকর্মী বিপ্লব ভুল করেছে। এবারের মত মাফ করে দেন এবং সংবাদ প্রকাশ করেন না বলে অনুরোধ করে বলেন আমি তার বদলির ব্যবস্থা করছি।